তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৬৯

গাজিপুরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় শ্রম প্রতিমন্ত্রীর শোক এবং তাৎক্ষণিক সহায়তার ঘোষণা

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :

 গাজিপুরের হারিনালে ফ্যান তৈরির কারখানা লাক্সারি ফ্যানের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের ঘটনায় গভীর শোক, দুঃখ ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মন্নুজান সুফিয়ান। একই সাথে নিহত শ্রমিকদের দাফন কাফনের জন্য তাৎক্ষণিক সহায়তা হিসেবে ৫০ হাজার টাকা প্রদানের ঘোষণা দেন শ্রম প্রতিমন্ত্রী।

 আজ সন্ধ্যায় গাজিপুরের হারিনালে লাক্সারি ফ্যান কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের দশ জন শ্রমিক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো দু’জন শ্রমিক।

 শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল থেকে যে সকল শ্রমিক নিহত হয়েছেন তাদের পরিবারকে এ সহায়তা প্রদান করা হবে।

#

আকতারুল/সঞ্জীব/জয়নুল/২০১৯/২৩২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৬৮

বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে অদম্য গতিতে

 --- অর্থমন্ত্রী

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :

 অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেছেন, বেশ কয়েক বছর ধরে সামাজিক সূচকে সাফল্যের শিখরে থাকা বাংলাদেশ এবার চমক দেখাচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্যের আন্তর্জাতিক সূচকেও। সরকারের নানা উদ্যোগ ও বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কারের ফলে বিশ্বব্যাংকের প্রকাশিতব্য ‘ডুয়িং বিজনেস রিপোর্ট ২০২০’এ তালিকায় সবচেয়ে উন্নতি করা ২০ দেশের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ। অতি সম্প্রতি প্রকাশিত জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন সূচকেও (এইচডিআই) এগিয়েছে বাংলাদেশ। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) প্রকাশ করা এ সূচকে চলতি বছর বাংলাদেশের অবস্থান তালিকায় ১৩৫তম। বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে অদম্য গতিতে।

 মন্ত্রী আজ কুমিল্লায় পূর্ব জোরকারণ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী আরো বলেন, বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশে এসে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সামনে বাংলাদেশের উদাহরণ তুলে ধরে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন কীভাবে করতে হয় তা বাংলাদেশ থেকে শিখতে পরামর্শ দেন।

 এর আগে লালমাই উপজেলায় ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, জন্মগত হƒদরোগ-সহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসার সহায়তায় অনুদানের চেক বিতরণ করা হয়। লালমাই উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল এসব অনুদান বিতরণ করেন।

#

গাজী তৌহিদুল/নাইচ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০১৯/২১৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৬৭

**তেজগাঁও পুরাতন বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসের**

**প্রতীকী বিমান অবতরণের মাধ্যমে শুরু হবে জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা**

 **---ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী**

**ঢাকা, ৩০** অগ্রহায়ণ **(১৫** ডিসেম্বর**) :**

 আগামী ১০ জানুয়ারি জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে (তেজগাঁও পুরাতন বিমানবন্দর) প্রতীকী বিমান অবতরণের মধ্য দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসের আবহ সৃষ্টি করে জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা শুরু হবে।

 আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী ক্ষণগণনা কর্মসূচি বর্ণাঢ্যভাবে আয়োজনের নানা বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে একথা বলেন।

 আজ জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির কার্যালয়ে ক্ষণগণনা কর্মসূচি আয়োজনের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্যান্য কর্মকর্তাদের সমন্বয় সভায় কমিটির প্রধান সমন্বয়ক আরো বলেন, আগামী ১০ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনার উদ্বোধন করবেন। উদ্বোধনের সাথে সাথেই রাজধানী-সহ সারা দেশে সকল বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় স্থাপিত ঘড়িতে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা শুরু হবে। একইসাথে ডিসপ্লেতে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর ভিডিও প্রদর্শিত হবে। কিউ আর কোডের মাধ্যমে যে কেউ চাইলেই জন্মশতবার্ষিকীর ওয়েবসাইটের সাথে সংযুক্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে ও জন্মশতবার্ষিকীর আয়োজনের নানা তথ্য জানতে পারবে, জানাতে পারবে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে অনুভূতি।

 অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব মোস্তাফা কামাল উদ্দীন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব সাজ্জাদুল হাসান, তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব আবদুল মালেক-সহ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, পুলিশ বাহিনী, সিটি করপোরেশন ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

#

নাসরীন/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস*/২০১৯/২১২৩ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৬৬

**বাংলাদেশে জাপানি সহযোগিতা বাড়ানোর আহ্বান স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর**

**ঢাকা, ৩০** অগ্রহায়ণ **(১৫** ডিসেম্বর**) :**

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বাংলাদেশে জাপানের সাহায্য ও সহযোগিতা বৃদ্ধির আহ্বান জানিয়েছেন।

আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মেলন কক্ষে ৩টি সিটি কর্পোরেশনের জন্য জাপান কর্তৃক প্রদত্ত বর্জ্যবাহী গাড়ি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এ আহ্বান জানান।

মন্ত্রী বলেন, ঢাকা শহরে দুই সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ২০১৪ সালে যেখানে প্রতিদিন ৫১০০ টন বর্জ্য ‍উৎপাদিত হতো সেখানে ২০১৯ সালে এসে প্রতিদিন ৬ হাজার টন বর্জ্য উৎপাদিত হচ্ছে। চট্টগ্রামে ২০১৪ সালে প্রতিদিন ১৬০০ টন বর্জ্য উৎপাদিত হত যা ২০১৯ সালে ২০০০ টনে দাঁড়িয়েছে। বর্জ্যবাহী নতুন গাড়িগুলো পাওয়ায় ঢাকাতে ৬৫-৮০% এবং চট্টগ্রামে ৭৫-৮৫% বর্জ্য সংগ্রহের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

মন্ত্রী জানান, বাংলাদেশের পরীক্ষিত বন্ধু জাপান সরকার ৭৭ কোটি টাকা মঞ্জুরি সহায়তার অধীনে তিন সিটি কর্পোরেশকে ১৫০টি বর্জ্যবাহী গাড়ি দিয়েছে। এই গাড়িগুলোর জন্য তিন সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা আরো বাড়বে।

বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত নোয়াকি ইতো স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলামের কাছে গাড়ির চাবি হস্তান্তর করেন। পরে মন্ত্রী চাবিগুলো ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে মেয়র আতিকুল ইসলাম এবং ঢাকা দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে হস্তান্তর করেন। ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনকে ৫৬টি করে এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনকে ৩৮টি গাড়ি দেওয়া হয়েছে।

জাপানের পক্ষ থেকে জানানো হয়, পরিবেশ রক্ষায় জাপান ২০০৩ সাল থেকে বাংলাদেশকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে আসছে। গত ১০ বছরে তারা বর্জ্য পরিবহনের জন্য ১১২টি গাড়ি দিয়েছে।

স্থানীয় সরকার সচিব হেলালুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে জাইকার বাংলাদেশ অফিসের সিনিয়র রিপ্রেজেন্টেটিভ ইশোহিরা কাওয়াতি-সহ জাপান দূতাবাস ও স্থানীয় সরকার বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা  উপস্থিত ছিলেন।

#

হাসান/নাইচ/রফিকুল/আব্বাস*/২০১৯/২১৩০ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৬৫

বাংলাদেশের স্বর্ণোজ্জ¦ল অধ্যায়ের রচনা শেখ হাসিনার পক্ষেই সম্ভব হয়েছে

 --- গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :

 গৃহায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম বলেছেন, ‘বাংলাদেশ আজ একটি স্বর্ণালী অধ্যায়ে আছে। এই স্বর্ণোজ্জ¦ল অধ্যায়ের রচনা শেখ হাসিনার পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। তিনি স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করার সারথি।’

 আজ রাজধানীর সেগুনবাগিচায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে ‘শেখ হাসিনা : বাংলাদেশের স্বপ্নসারথি’ শীর্ষক আলোকচিত্র ও শিল্পকর্ম প্রদর্শনীর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 গণপূর্তমন্ত্রী বলেন, ‘আমি সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি, রাজনীতির উর্ধ্বে একবার শেখ হাসিনাকে বিবেচনা করে দেখুন। বাংলাদেশকে অর্থনীতি, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, দারিদ্র্য দূরীকরণ, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী, জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ প্রভৃতি ক্ষেত্রে শেখ হাসিনা কতটা উঁচুতে নিয়ে গেছেন। তিনি বিশ্ব পরিম-লে শ্রেষ্ঠতম সৎ ও পরিশ্রমী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন। কতটা যোগ্যতা থাকলে সেখানে পৌঁছানো সম্ভব।’

 বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অসীম কুমার উকিল, এমপি এবং আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যজন ও আইটিআই বিশ্বকেন্দ্রের সাম্মানিক সভাপতি রামেন্দু মজুমদার ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের অধ্যাপক শিল্পী জামাল আহমেদ।

#

ইফতেখার/নাইচ/মোশারফ/জয়নুল/২০১৯/২০৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৬৪

**বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রকাশনা ও সাহিত্য-অনুষ্ঠান উপকমিটি’র সভা অনুষ্ঠিত**

**ঢাকা, ৩০** অগ্রহায়ণ **(১৫** ডিসেম্বর**) :**

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রকাশনা ও সাহিত্য-অনুষ্ঠান উপকমিটি’র এক সভা আজ বিকালে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি’র কার্যালয়, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

 কমিটি’র আহবায়ক আবুল মাল আবদুল মুহিতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি’র প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। উপকমিটি’র সদস্য সচিব কবি হাবীবুল্লাহ সিরাজী বিগত সভার কার্যবিবরণী তুলে ধরেন।

 সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ মুজিববর্ষে বিভিন্ন শিরোনামে প্রকাশিতব্য গ্রন্থসমূহের পাণ্ডুলিপি তৈরি ও গ্রন্থাকারে প্রকাশনার অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। প্রকাশিতব্য গ্রন্থগুলোর বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে, জাতির পিতার ঐতিহাসিক নির্বাচিত ভাষণসমূহের সঠিক ও বিশুদ্ধ পাঠ নির্ণয় এবং টিকা-ভাষ্য রচনা, জাতির পিতাকে নিবেদিত প্রবন্ধ, লোককবিতা, ছড়া, গল্প সংকলন, কিশোর বয়সীদের উপযোগী বঙ্গবন্ধুর প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থ, জাতির পিতার সম্মতি ও অনুমোদনে তাঁর প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার আওতায় ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত প্রণীত আইনসমূহের সংকলন। এছাড়া বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি ও উপ-কমিটির আওতায় প্রকাশিতব্য গ্রন্থসমূহের জন্য একটি অভিন্ন কপিরাইট নীতিমালা প্রস্তুতকরণ বিষয়েও সভায় আলোচনা হয়।

 সভায় অন্যান্যের মধ্যে র, আ, ম, উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী, এমপি, অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান, কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, কবি মুহম্মদ নূরুল ‍হুদা, প্রফেসর রফিকউল্লাহ খান, কবি মুহাম্মদ সামাদ, কবি অসীম সাহা, এডভোকেট সাহিদা বেগম এবং প্রকাশক ফরিদ আহমেদ, ওসমান গণি, মাজহারুল ইসলাম, সাহিদুল ইসলাম বিজু ও খোরশেদ বাহার উপস্থিত ছিলেন।

#

নাসরিন/নাইচ/মোশারফ/আব্বাস*/২০১৯/২০৪৯ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৬৩

জ্বালানি তেল পরিবহনে বাধা দিয়ে জনগণকে জিম্মি করে ব্যবসা করবেন না

 --- জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :

 বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, জ্বালানি তেল পরিবহনে বাধা দিয়ে জনগণকে জিম্মি করে ব্যবসা করবেন না। সকল সমস্যাই আলোচনার মাধ্যমে সমাধান সম্ভব। জ্বালানি তেলে ভেজাল না করার বিষয়ে সমিতিগুলোর আরো সজাগ থাকা উচিত।

 প্রতিমন্ত্রী আজ বিদ্যুৎ ভবনে বাংলাদেশ ট্যাংক-লরি ওনার্স এসোসিয়েশন ও বাংলাদেশ জ্বালানি তেল পরিবেশক সমিতি, খুলনা এবং বাংলাদেশ পেট্রোল পাম্প ও ট্যাংক-লরি মালিক-শ্রমিক ঐক্য পরিষদ, ঢাকা কর্তৃক উত্থাপিত দাবিসমূহের বিষয়ে সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 তিনি বলেন, জনবান্ধব সরকার সকলকে নিয়েই সামনে এগুতে চায়। হতাশার কিছু নেই, কোনো অসঙ্গতি থাকলে দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ নেয়া হবে। এ সময় তিনি আগামী ৩১ জানুয়ারি ২০২০ তারিখের মধ্যে সকলের সাথে বসে সম্ভাব্য সমাধান করার জন্য বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনকে (বিপিসি) নির্দেশ প্রদান করেন। যে সব বিষয় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নয় সে বিষয়েও দ্রুত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা করে ৩১ জানুয়ারির মধ্যে একটি ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন।

 এ সময় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব আবু হেনা মোঃ রাহমাতুল মুনিম, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব মোঃ নজরুল ইসলাম, বিপিসি‘র চেয়ারম্যান মোঃ শামসুর রহমানসহ বাংলাদেশ ট্যাংক-লরি ওনার্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ জ্বালানি তেল পরিবেশক সমিতি, খুলনা এবং বাংলাদেশ পেট্রোল পাম্প ও ট্যাংক-লরি মালিক-শ্রমিক ঐক্য পরিষদের নেত্রীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

আসলাম/নাইচ/মোশারফ/জয়নুল/২০১৯/২০৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৬২

**অবৈধ ডিটিএইচ উচ্ছেদ অভিযান পয়লা জানুয়ারি থেকে**

**ঢাকা, ৩০** অগ্রহায়ণ **(১৫** ডিসেম্বর**) :**

 পয়লা জানুয়ারি ২০২০ থেকে অবৈধ ডিটিএইচ উচ্ছেদ অভিযানের কথা ঘোষণা করেছেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

 রবিবার সচিবালয়ে বিদেশি গণমাধ্যম প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় শেষে সাংবাদিকদের উদ্দেশে বক্তব্যদানকালে মন্ত্রী বলেন, ‘এর আগে আমরা ঘোষণা দিয়েছিলাম ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশে যে সমস্ত অবৈধ ডিটিএইচ আছে সেগুলো সরিয়ে নিতে হবে। কারণ অবৈধ ডিটিএইচগুলো কোনোভাবেই অনুমোদিত নয়। এই অবৈধ ডিটিএইচের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রতি বছর ৭০০ থেকে ১০০০ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। এজন্যই অবৈধ ডিটিএইচের বিরুদ্ধে আমরা ১৬ ডিসেম্বর থেকে অভিযান শুরু করবো বলেছিলাম।’

 মন্ত্রী আরো বলেন, ‘কিন্তু যেহেতু আগামীকাল বিজয় দিবস এবং আমাদের অন্যান্য কাজের সুবিধার্থে আমরা এটি ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বৃদ্ধি করছি। আগামী পয়লা জানুয়ারি থেকে আমরা অবৈধ ডিটিএইচ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্য অভিযান শুরু করবো। অর্থাৎ একইসাথে যারা অবৈধ সংযোগ লাগিয়েছেন এবং যারা ব্যবহার করছেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমরা ১ জানুয়ারি থেকে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা শুরু করবো।’

#

আকরাম/নাইচ/মোশারফ/আব্বাস*/২০১৯/১৯৪২ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৬১

বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে শেখ হাসিনার বিকল্প নেই

 --- ধর্ম প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :

 ধর্ম প্রতিমন্ত্রী আলহাজ¦ এডভোকেট শেখ মোঃ আব্দুল্লাহ বলেছেন, ‘বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে শেখ হাসিনার নেতৃত্বের বিকল্প নেই।’

 প্রতিমন্ত্রী আজ কোটালীপাড়ায় বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড) অডিটোরিয়ামে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কোটালীপাড়া উপজেলা শাখা আয়োজিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে তৃণমূলপর্যায়ে সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে অত্যন্ত স্বচ্ছতার সাথে টুঙ্গিপাড়ার পাঁচ ইউনিয়ন ও কোটালী পাড়ার ১১টি ইউনিয়নের আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সম্পন্ন হয়েছে।

 কোটালীপাড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি ভবেন্দ্র নাথ বিশ্বাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় আরো বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্টের এডভোকেট রাশিদা পারভীন, জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি শেখ মোঃ রুহুল আমিন, সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলী খান, কোটালীপাড়া উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান বিমল কৃষ্ণ বিশ্বাস প্রমুখ।

 উল্লেখ্য, সভায় কোটালীপাড়া উপজেলার এগারোটি ইউনিয়নের নব-নির্বাচিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।

#

আনোয়ার/নাইচ/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/২০৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৬০

গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলন কার্যক্রম বাড়ানোর উদ্যোগ অব্যাহত রাখা হবে

 --- জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :

 বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলন কার্যক্রম বাড়ানোর উদ্যোগ অব্যাহত রাখা হবে। বাপেক্স বা পেট্রোবাংলাকে উদ্যোগী হয়ে এসংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা দ্রুত নিতে হবে। চ্যালেঞ্জ বা বাধা থাকলেও সরকার প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতে বদ্ধপরিকর।

 প্রতিমন্ত্রী আজ বাপেক্স কার্যালয়ে ‘Geological Field Survey for Hydrocarbon Exploration in Bangladesh : Progress & Challenges’এবং ‘Dry Abandoned & Suspended wells of Bangladesh and Re-visit for further Exploration’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান মোঃ রুহুল আমীনের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মাঝে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব আবু হেনা মোঃ রাহমাতুল মুনিম বক্তব্য রাখেন।

#

আসলাম/নাইচ/মোশারফ/জয়নুল/২০১৯/২১০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৫৯

**বিদেশি সাংবাদিকদের উদ্দেশে তথ্যমন্ত্রী**

**অদম্য গতিতে আগুয়ান উন্নত বাংলাদেশকে বিশ্ব গণমাধ্যমে তুলে ধরুন**

**ঢাকা, ৩০** অগ্রহায়ণ **(১৫** ডিসেম্বর**) :**

 ‘অদম্য গতিতে এগিয়ে চলা উন্নত বাংলাদেশকে বিশ্ব গণমাধ্যমে তুলে ধরা’র জন্য সফররত বিদেশি গণমাধ্যম প্রতিনিধিদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

 আজ সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ‘ভিজিট বাংলাদেশ’ আয়োজনের আওতায় বিশ্বের ২০টি দেশ থেকে আগত ৩৬ জন গণমাধ্যম প্রতিনিধির সাথে মতবিনিময় সভায় তিনি এ আহ্বান জানান। তথ্যসচিব আবদুল মালেক ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বহিঃপ্রচার অনুবিভাগের মহাপরিচালক সামিয়া হালিমসহ পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

 মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ গত সাড়ে ১০ বছরে পৃথিবীর সব রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সবার উপরে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণের পথে, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রাণ উৎসর্গকারী মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্ন পূরণের পথে।

 বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ যে অসামান্য অগ্রগতি অর্জন করেছে, উন্নয়নের মহাসড়কে যে অদম্য গতিতে এগিয়ে চলেছে এবং সেই অভিযাত্রায় বাংলাদেশ আজকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, ‘সেই অভিযাত্রায় বাংলাদেশ আজ উন্নয়ন, মানবিক, অর্থনৈতিকসহ সমস্ত সূচকে পাকিস্তানকে অতিক্রম করেছে, অনেক সূচকে প্রতিবেশী অনেক দেশকেও অতিক্রম করেছে। এ বিষয়গুলো বিশ্ব গণমাধ্যমে তুলে ধরার জন্য আমি সকল বিদেশি গণমাধ্যম প্রতিনিধিকে আহ্বান জানাই।’

 সফররত গণমাধ্যম প্রতিনিধিদের বাংলাদেশে স্বাগত জানিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘এক কোটি ২০ লাখেরও বেশি বাংলাদেশি সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। তারা শুধু বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছে তা নয়, যে সমস্ত দেশে তারা কাজ করছে, সে সকল দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে তাদের সমৃদ্ধিতেও অবদান রাখছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে, আমাদের সংকল্প ২০৪১ সাল নাগাদ দেশকে একটি উন্নত সমৃদ্ধ রাষ্ট্র রূপান্তরিত করা। আমাদের এই সংগ্রাম, অভিযাত্রা এবং আজকের বাংলাদেশকে তুলে ধরার জন্য আমি সকলকে অনুরোধ জানাই।’

 মন্ত্রী এ সময় বাংলাদেশকে পৃথিবীর ভ্রমণপিপাসুদের জন্য একটি অন্যতম আকর্ষণীয় স্থান হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, বাংলাদেশ হচ্ছে এমন দেশ যেখানে পৃথিবীর দীর্ঘতম বালুময় সমুদ্র সৈকত আছে, আছে বিরল ম্যানগ্রোভ বনভূমি সুন্দরবন, যেখানে আছে বিশ্বখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

 আলজেরিয়া, ব্রাজিল, চেক প্রজাতন্ত্র, জার্মানি, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, ভারত, নেপাল, নাইজেরিয়া, ফিলিপাইন, পর্তুগাল, পোল্যান্ড, মালদ্বীপ, উজবেকিস্তান, কোরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, থাইল্যান্ড, তুরস্ক, যুক্তরাজ্য ও সংযুক্ত আরব আমিরাত, এ ২০টি দেশ থেকে আগত ৩৬ জন গণমাধ্যম প্রতিনিধি ১৪ থেকে ২১ ডিসেম্বর ৮ দিনের সফরে টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর মাজার, ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু জাদুঘর, সুন্দরবনসহ বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান ভ্রমণ করবেন। জাতীয় প্যারেড স্কোয়ারে বিজয় দিবসে প্যারেডও উপভোগ করবেন তারা।

#

আকরাম/নাইচ/মোশারফ/আব্বাস*/২০১৯/১৯৪২ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৫৮

প্রতারণার অভিযোগে দিনাজপুর স্টেশন মাস্টার-সহ চারজন সাময়িক বরখাস্ত

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :

 রেলপথ মন্ত্রী মোঃ নূরুল ইসলাম সুজনের নির্দেশে বিভিন্ন স্টেশনের টিকিট বিক্রিতে অনিয়মের জন্য পাঠানো কর্মকর্তার গোপনে করা তদন্ত প্রতিবেদনে গত ৩, ৪ এবং ৫ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে দিনাজপুর স্টেশনে দ্রুতযান এক্সপ্রেস, পঞ্চগড় এক্সপ্রেস এবং একতা এক্সপ্রেস ট্রেনের কোনো আসন খালি নাই মর্মে বিজ্ঞপ্তি লাগানো ছিল। রেলওয়ের ঐ কর্মকর্তার মাধ্যমে এবং টিকিট বিক্রি কার্যক্রমের খোঁজ নিয়ে জানা যায় ৩ থেকে ৬ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত দিনাজপুর স্টেশনে উক্ত তিনটি ট্রেনের ২৯০৮টি টিকিট বরাদ্দের বিপরীতে ১৮২১টি টিকিট বিক্রি হয়েছে এবং ১১০৫টি টিকিট অবিক্রিত রেখে দিয়েছে। অথচ আসন খালি না থাকার বিজ্ঞপ্তি কাউন্টারে লাগানো ছিল। উক্ত তথ্য প্রমাণে দিনাজপুর স্টেশনের অনুকূলে খালি থাকা সত্ত্বেও আসন খালি নেই প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তিটি যাত্রী সাধারণের সাথে প্রতারণা এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের বিরুদ্ধে একটি বড় ষড়যন্ত্র বলে ধারণা করা হচ্ছে।

 রেলপথ মন্ত্রীর নির্দেশে এই ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত থাকার অপরাধে দিনাজপুর স্টেশনের স্টেশন মাস্টার শংকর কুমার গাঙ্গুলী, ভারপ্রাপ্ত বুকিং সহকারী মোঃ আব্দুল আল মামুন, বুকিং সহকারী মোঃ রেজওয়ান সিদ্দিক এ ষড়যন্ত্রের সাথে সরাসরি যুক্ত। এছাড়া বুকিং সহকারী মোঃ আব্দুল কুদ্দুসের কাউন্টারে অতিরিক্ত টাকা পাওয়া যাওয়ায় অসৎ উপায় অবলম্বনের দায়ে তাকে-সহ মোট চার জনকে আজ সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

#

শরিফুল/নাইচ/মোশারফ/জয়নুল/২০১৯/১৯৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৫৭

তদন্তে প্রমাণিত হলে তালিকাভুক্ত রাজাকারদের বিচার হবে

 --- আইনমন্ত্রী

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :

 আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, তদন্তে প্রমাণিত হলে তালিকাভুক্ত রাজাকারদের নিশ্চয়ই বিচার হবে। সেক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের তদন্ত সংস্থা তদন্ত করে দেখবে যে কার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, কাকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের আওতায় বিচারের মুখোমুখি করা উচিত। তারা যদি তদন্ত করে অপরাধ সংঘটনের প্রমাণাদি পায়, তাহলে নিশ্চয়ই তালিকাভুক্ত রাজাকারদের বিচার হবে।

 আজ সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে নেপালের উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং আইনমন্ত্রী টঢ়বহফৎধ ণধফধা এর সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন আইনমন্ত্রী। বৈঠকে বাংলাদেশে নিযুক্ত নেপালের রাষ্ট্রদূত উৎ. ইধহংযরফযধৎ গরংযৎধ এবং বাংলাদেশের আইন ও বিচার বিভাগের সচিব গোলাম সারওয়ার উপস্থিত ছিলেন।

 দীর্ঘদিন পর রাজাকারদের তালিকা তৈরি হলো, এটিকে কিভাবে দেখছেন? এমন প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী বলেন, ইতিহাসে সবকিছু পরিষ্কার হওয়াই ভলো। তিনি বলেন, এসব রাজাকারের তালিকা এবং আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সত্য ইতিহাসগুলো নতুন প্রজন্মকে একটা সুন্দর, শক্তিশালী এবং উন্নত বাংলাদেশ গড়তে সাহায্য করবে।

 বৈঠকে আইন ও বিচার অঙ্গনে উভয় দেশের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধিকরণ, বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও ভুটানের মধ্যে সড়ক যোগাযোগ আরো মসৃণকরণের বিষয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে বাংলাদেশের সৈয়দপুর বিমানবন্দর ও মংলা সমুদ্রবন্দর ব্যবহারের আগ্রহ প্রকাশ করেন নেপালের উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলাদেশের বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে নেপালী বিচারকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের আশ^াস দেন আইনমন্ত্রী।

#

রেজাউল/নাইচ/মোশারফ/জয়নুল/২০১৯/১৯২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৫৬

আবারো কমলো সারের দাম

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :

 সরকার কৃষককে লাভবান করার জন্য কৃষি উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য ডাই এমোনিয়াম ফসফেট (ডিএপি) সারের দাম কেজি প্রতি ৯ টাকা কমালো। পূর্বে এর মূল্য ছিল ২৫ টাকা এখন প্রতি কেজি ডিএপি ১৬ টাকা। ডিলার পর্যায়ে বর্তমানে ২৩ টাকার পরিবর্তে এখন ১৪ টাকা কেজি। এর ফলে সরকারের বছরে প্রণোদনা বাবদ ৮শ’ কোটি টাকা ব্যয় হবে।

 আজ কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এক প্রেস ব্রিফ্রিংয়ে সাংবাদিকদের একথা জানান।

 কৃষিমন্ত্রী বলেন, কৃষকের উৎপাদন খরচ হ্রাস, সুষম সার ব্যবহারে কৃষকগণকে উদ্বুদ্ধকরণ, কৃষিক্ষেত্রে গাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি-সহ পরিবেশবান্ধব টেকসই খাদ্য নিরাপত্তার স্বার্থে সরকার ডিএপি সারের মূল্য পুনরায় হ্রাসের সিদ্বান্ত গ্রহণ করেছে। সরকার এ নিয়ে পাঁচ দফায় সারের মূল্য কমালো। ৮০ টাকার টিএসপি সার ২২ টাকা, ৭০ টাকার এমওপি ১৫ টাকা ও ৯০ টাকার ডিএপি ১৬ টাকায় দেওয়া হচ্ছে।

 ড. রাজ্জাক বলেন, ডিএপি সারে ১৮ শতাংশ নাইট্রোজেন (এমোনিয়া ফর্মে) এরং টিএসপি সারের সমপরিমাণের ফসফেট (অর্থাৎ ৪৬ শতাংশ) রয়েছে। ফলে এই সার প্রয়োগে ইউরিয়া ও টিএসপি উভয় সারের সুফল পাওয়া যায়। ইউরিয়া ও টিএসপি সারের ব্যবহার হ্রাস পেয়ে অর্থ ও শ্রম উভয়ের সাশ্রয় হয়। ডিএপি সারের মূল্য হ্রাসের ফলে কৃষকের উৎপাদন খরচ উল্লেখ্যযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে।

 মন্ত্রী বলেন, ডিএপি সার ব্যবহারের ফলে গাছ শক্তিশালী হয়, ফসলের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে ও ফসল পুষ্ট হয়, ফলে কীটনাশকের ব্যবহার হ্রাস পাবে। এর ফলে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ে ক্ষতিকর কীটনাশকের আমদানি কমে যাবে। সেই হিসেবে ডিএপি সার মানসম্পন্ন ফসল উৎপাদনে কার্যকর এবং

পরিবেশবান্ধব।

#

গিয়াস/নাইচ/মোশারফ/জয়নুল/২০১৯/১৯০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৫৫

বঙ্গীয় শিল্পকলা চর্চার আন্তর্জাতিক কেন্দ্রকে স্বায়ত্তশাসিত

প্রতিষ্ঠান হিসাবে অন্তর্ভুক্তকরণের প্রক্রিয়া চলছে

 --- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :

 সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, বিগত ২৫ বছরে বঙ্গীয় শিল্পকলা চর্চার আন্তর্জাতিক কেন্দ্র সারাবিশ্বে বঙ্গীয় শিল্পকলা চর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিকে স্থায়ীরূপ দেওয়ার অংশ হিসাবে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে অন্তর্ভুক্তকরণের প্রক্রিয়া চলমান।

 প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে বঙ্গীয় শিল্পকলা চর্চার আন্তর্জাতিক কেন্দ্রের রজত জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 প্রধান অতিথি বলেন, সংসদ টিভিতে সম্প্রচারের লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ রাখা হচ্ছে। যেখানে আমাদের সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, শিল্পকলা প্রভৃতি সম্প্রচারের সুযোগ থাকবে।

 জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ভারতের বিশিষ্ট প-িত ড. আর নাগস্বামী ও বঙ্গীয় শিল্পকলা চর্চার আন্তর্জাতিক কেন্দ্রের অন্যতম ট্রাস্টি প্রফেসর ড. নিয়াজ জামান। স্বাগত বক্তৃতা করেন বঙ্গীয় শিল্পকলা চর্চার আন্তর্জাতিক কেন্দ্রের সভাপতি প্রফেসর ড. এনামুল হক।

#

ফয়সল/নাইচ/মোশারফ/জয়নুল/২০১৯/১৮৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৫৪

দুর্নীতির দায়ে ইউপি চেয়ারম্যান বরখাস্ত

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :

 ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা উপজেলাধীন ৭ নং ঘোগা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কামরুজ্জামান লেবু-কে দুর্নীতির দায়ে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।

 আজ স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

 মৃত ব্যক্তিদের নামে বয়স্ক ভাতা উত্তোলন করে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় এবং তার অপরাধমূলক কার্যক্রম জনস্বার্থের পরিপন্থী বিবেচনায় স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩৪(১) অনুযায়ী ঘোগা ইউপি চেয়ারম্যান কামরুজ্জামান লেবু-কে তার স্বীয় পদ হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। সেই সাথে কেন তাকে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৩৪ (৪) (ঘ) ধারার অপরাধে চূড়ান্তভাবে অপসারণ করা হবে না তার জবাব পত্র প্রাপ্তির ১০ কার্যদিবসের মধ্যে জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ এর মাধ্যমে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে।

#

হাসান/নাইচ/মোশারফ/জয়নুল/২০১৯/১৮৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৫৩

**১৭ ডিসেম্বর থেকে সচিবালয়ের চারপা‡k হর্ন বাজানো নিষেধ**

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :

 আগামী ১৭ ডিসেম্বর থেকে বাংলাদেশ সচিবালয়ের চারপাশকে নীরব এলাকা হিসেবে কার্যকর করা হবে। এ দিন থেকে জিরো পয়েন্ট, পল্টন মোড় ও সচিবালয় লিংক রোড হয়ে জিরো পয়েন্ট এলাকায় চলাচলকারী যানবাহনসমূহের ড্রাইভারদের কোন প্রকার হর্ন না বাজানোর অনুরোধ করা হয়েছে। প্রদত্ত নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে হর্ন বাজালে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

 উল্লেখ্য, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ অনুযায়ী প্রণীত শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ এর ধারা ৮(২) এ প্রদত্ত নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে নীরব এলাকায় চলাচলকালে যানবাহনে কোন প্রকার হর্ন বাজানোর অপরাধে দোষী সাব্যাস্ত হলে প্রথম অপরাধের জন্য অনধিক ১ (এক) মাস কারাদণ্ডে বা অনধিক ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে এবং পরবর্তী অপরাধের জন্য অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ডে বা অনধিক ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

#

দীপংকর/অনসূয়া/জুলফিকার/শামীম/২০১৯/১৫০৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৫২

**কাদের মোল্লাকে শহিদ উল্লেখ করা পত্রিকার বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেয়া হবে**

 -তথ্য প্রতিমন্ত্রী

**ঢাকা, ৩০** অগ্রহায়ণ **(১৫** ডিসেম্বর**) :**

 তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মুরাদ হাসান বলেছেন, ৭১ এর মানবতা বিরোধী যুদ্ধাপরাধী কাদের মোল্লাকে মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ হিসেবে উল্লেখ করা পত্রিকার বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেয়া হবে। আগামীতে এই ধরনের ধৃষ্টতা কেউ যেন না দেখাতে পারে তারও ব্যবস্থা নেবে সরকার।

 আজ রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে সম্প্রীতি বাংলাদেশ আয়োজিত ‘সম্প্রীতি, বঙ্গবন্ধু ও বাঙ্গালির বিজয়’ শীর্ষক আলোচনা সভায় তথ্য প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন।

 বিশিষ্ট সাংবাদিক ও গীতিকার ‌আব্দুল গাফফার চৌধুরী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

 সম্প্রীতি বাংলাদেশের ‌আহ্বায়ক পীযূষ বন্দোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ‌আলোচনা সভায় সংসদ সদস্য ও প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি শফিকুর রহমান, বিচারপতি সামশুদ্দিন চৌধুরী মানিক, সাবেক সচিব নাসিরউদ্দিন আহমেদ বক্তব্য রাখেন।

 আব্দুল গাফফার চৌধুরী বলেন, একমাত্র প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শীতার কারনে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও দেশের অভাবনীয় উন্নয়নসহ বিএনপি জামাতের দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র মোকাবিলা সম্ভব হয়েছে।

 তথ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা এবং অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণে ৭২ এর সংবিধানের চার মূলনীতি কেউই নষ্ট করতে পারবে না।

 অনুষ্ঠানে সম্প্রীতি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আব্দুল গাফফার চৌধুরীকে আজীবন সম্মাননা প্রদান করা হয়।

#

অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/*আসমা/২০১৯/১৪৪৫ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৫১

**স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য**

সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :

 সকল ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বিষয়টি স্ক্রল আকারে প্রচার করার জন্য অনুরোধ করা হলো :

**মূল বার্তা :**

আগামী ১৭ ডিসেম্বর মঙ্গলবার থেকে নীরব এলাকাবাংলাদেশ সচিবালয়ের চারপাশ অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট, পল্টন মোড়, সচিবালয় লিংক রোড হয়ে জিরো পয়েন্ট এলাকায় চলাচলকারী যানবাহনসমূহকে কোন প্রকার হর্ন না বাজানোর অনুরোধ জানানো হলো। প্রদত্ত নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে হর্ন বাজালে শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০০৬ অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ বিষয়ে সকলকে সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধ করছে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ।

#

দীপংকর/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/শামীম/২০১৯/১১২১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৫০

**স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য**

সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :

 সকল ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বিষয়টি স্ক্রল আকারে প্রচার করার জন্য অনুরোধ করা হলো :

 প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ‘আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস, ২০১৯’ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত কর্মসূচির অংশ হিসেবে দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে নিম্নবর্ণিত ২টি স্ক্রল প্রচার করার জন্য অনুরোধ করা হলো :

**মূল বার্তা :**

 টিভি স্ক্রলের বিষয়-১ : ‘দক্ষ হয়ে বিদেশ গেলে, অর্থ সম্মান দুই-ই-মেলে’ স্লোগানে যথাযোগ্য মর্যাদায় ১৮ ডিসেম্বর পালিত হবে ‘আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস-২০১৯’।

 টিভি স্ক্রলের বিষয়-২ : ‘বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ১৯ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অনুষ্ঠানমালায় থাকবে অভিবাসী মেলা, সিআইপি অ্যাওয়ার্ড, বীমা সুবিধা উদ্বোধন এবং চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতা’।

#

অনসূয়া/জসীম/শামীম/২০১৯/১০৫৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৪৯

**জাতীয় পতাকা উত্তোলনে বিধি মেনে চলার আহ্বান**

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :

 আগামী ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উদ্যাপন কর্মসূচির অংশ হিসেবে সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি ভবন, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশন এবং কনস্যুলার অফিসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে।

 ‘গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা বিধিমালা, ১৯৭২ (সংশোধিত ২০১০)’ এর বিধি ৩ অনুযায়ী ‘জাতীয় পতাকা’ গাঢ় সবুজ রঙের হবে এবং ১০:৬ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের আয়তক্ষেত্রাকার সবুজ রঙের মাঝখানে একটি লাল বৃত্ত থাকবে। লাল বৃত্তটি পতাকার দৈর্ঘ্যরে এক-পঞ্চমাংশ ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট হবে। পতাকার দৈর্ঘ্যরে নয়-বিংশতিতম অংশ হতে অঙ্কিত উল্লম্ব রেখা এবং পতাকার প্রস্থের মধ্যবর্তী বিন্দু হতে অঙ্কিত আনুভূমিক রেখার পরস্পর ছেদ বিন্দুতে বৃত্তের কেন্দ্র বিন্দু হবে।

 জাতীয় পতাকার সঠিক মাপ ও যথাযথ নিয়ম অনুসরণ না করে অনেকে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে থাকেন, যা জাতীয় পতাকার অবমাননার সামিল।

 মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত এ পতাকার সঠিক মর্যাদা রক্ষায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পতাকা বিধিমালা, ১৯৭২ (সংশোধিত ২০১০)’ এ বর্ণিত পদ্ধতি যথাযথভবে অনুসরণ করে সঠিক মাপের মানসম্মত পতাকা উত্তোলনের জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তথা সর্বসাধারণকে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে অনুরোধ করা হয়েছে।

#

মারুফ/অনসূয়া/শামীম/২০১৯/১০.৩২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৪৮

**মহান বিজয় দিবসে জাতীয় কর্মসূচি**

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :

 যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস-২০১৯ উদযাপনের লক্ষ্যে এবার জাতীয় পর্যায়ে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় প্রত্যুষে ৩১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে দিবসটির সূচনা হবে। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন। এরপর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রীর নেতৃত্বে উপস্থিত বীরশ্রেষ্ঠ পরিবার, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন।

 বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশি কূটনীতিকবৃন্দ, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনসহ সর্বস্তরের জনগণ পুষ্পস্তবক অর্পণ করে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবেন। বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশি কূটনীতিকবৃন্দ, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মিত্রবাহিনীর সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণকারী আমন্ত্রিত সদস্যগণ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনসহ সর্বস্তরের জনগণ পুষ্পস্তবক অর্পণ করে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবেন।

 সকাল ১০.৩০ টায় তেজগাঁও পুরাতন বিমানবন্দরস্থ জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে সম্মিলিত বাহিনীর বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমভিত্তিক যান্ত্রিক বহর প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে। রাষ্ট্রপতি এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কুচকাওয়াজ পরিদর্শন ও সালাম গ্রহণ করবেন । প্রধানমন্ত্রীও এ কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।

 দিনটি হবে সরকারি ছুটির দিন। সকল সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে এবং গুরুত্বপূর্ণ ভবন ও স্থাপনাসমূহ আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হবে। ঢাকা ও দেশের বিভিন্ন শহরের প্রধান সড়ক ও সড়কদ্বীপসমূহ জাতীয় পতাকা ও অন্যান্য পতাকায় সজ্জিত করা হবে। ঢাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিভিন্ন বাহিনীর বাদক দল বাদ্য বাজাবেন।

 দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী বাণী প্রদান করবেন। দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে এদিন সংবাদপত্রসমূহ বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করবে। এ উপলক্ষে ইলেকট্রনিক মিডিয়াসমূহ মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালা প্রচার করছে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, বাংলা একাডেমি, জাতীয় জাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বাংলাদেশ শিশু একাডেমিসহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শিশুদের চিত্রাঙ্কন, রচনা ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনের আয়োজন করবে।

 এছাড়া মহানগর, জেলা ও উপজেলায় বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশ ডাক বিভাগ স্মারক ডাক টিকিট প্রকাশ করবে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে দেশের শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে বিশেষ দোয়া ও উপাসনার আয়োজন করা হবে এবং এতিমখানা, বৃদ্ধাশ্রম, হাসপাতাল, জেলখানা, শিশু বিকাশ কেন্দ্রসহ অনুরূপ প্রতিষ্ঠানসমূহে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হবে। দেশের সকল শিশু পার্ক ও জাদুঘরসমূহ বিনা টিকিটে উন্মুক্ত রাখা হবে।

 জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসেও দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে অনুরূপ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

#

মারুফ/অনসূয়া/শামীম/২০১৯/১০.৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৪৭

**মহান বিজয়** **দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

**ঢাকা, ৩০** অগ্রহায়ণ **(১৫** ডিসেম্বর**) :**

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মহান বিজয় দিবসউপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “আজ ১৬ ডিসেম্বর। মহান বিজয় দিবস। বাঙালি জাতির এক অনন্য গৌরবোজ্জ্বল দিন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাঙালি জাতি দীর্ঘ তেইশ বছর রাজনৈতিক সংগ্রাম ও নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের এই দিনে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। ৪৯তম মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আমি দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

 আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, ত্রিশ লাখ শহিদ, সম্ভ্রমহারা দুই লাখ মা-বোন এবং জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদেরকে, যাঁদের মহান আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন বাংলাদেশ।

 বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাঙালি জাতি বায়ান্ন’র ভাষা আন্দোলন, বাষট্টি’র শিক্ষা আন্দোলন, ছেষট্টি’র ৬-দফা, ঊনসত্তরের-১১ দফা ও গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু পাকিস্তানিরা বাঙালি জাতিকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে দেয়নি। জাতির পিতা অনুধাবন করেন, স্বাধীনতা অর্জন ছাড়া বাঙালি জাতির ওপর অত্যাচার, নির্যাতন ও বঞ্চনার অবসান হবে না। তাই তিনি ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানের জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা দেন, ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ডাকে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। চলতে থাকে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি।

 পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে নিরীহ ও নিরস্ত্র বাঙালির ওপর হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। শুরু হয় সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ। ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ মুজিবনগরে বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ গ্রহণ করে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে। নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বীর মুক্তিযোদ্ধারা পাকহানাদার এবং তাদের দোসর রাজাকার-আলবদর-আলশামস বাহিনীকে পরাজিত করে ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করেন। আমরা পাই স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। লাল-সবুজ পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরে বিজয়ী বাঙালিরা সেই পতাকা উঁচিয়ে চলছে প্রগতির পথে বাঙালির অভিযাত্রা।

 স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যখন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে গড়ার সংগ্রামে নিয়োজিত, তখনই স্বাধীনতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধী চক্র ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করে। এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তারা হত্যা, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু করে। ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স জারি করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের পথ বন্ধ করে দেয়। মার্শাল ল’ জারির মাধ্যমে গণতন্ত্রকে হত্যা করে। স্বাধীনতাযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাসকে বিকৃত করে, ভূলুণ্ঠিত করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। সংবিধানকে ক্ষত-বিক্ষত করে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রুদ্ধ করে। পরবর্তীকলে বিএনপি-জামাত জোট সরকার এই ধারা অব্যাহত রাখে।

চলমান পাতা/২

-২-

 অনেক সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পায়। ২০০৮ সালের ডিসেম্বরের জাতীয় নির্বাচনে জনগণ স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোটকে বিপুলভাবে বিজয়ী করে। এই সরকার সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে জনগণের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করে। অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের পথ বন্ধ করে। ২০১৮ সালের ডিসেম্বরের নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে আওয়ামী লীগ সরকার টানা তৃতীয়বারের মতো রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে দেশ ও জনগণের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিগত প্রায় ১১ বছরে দেশের সামষ্টিক অর্থনীতি, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, তথ্যপ্রযুক্তি, অবকাঠামো, বিদ্যুৎ, গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন, কূটনৈতিক সাফল্যসহ প্রতিটি সেক্টরে আমরা ব্যাপক উন্নয়ন করেছি। তৃণমূলের জনগণ আজ উন্নয়নের সুফল পাচ্ছে। বাংলাদেশ আজ অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে বিশ্বের ৫টি দেশের একটি; উন্নয়নের ‘রোল মডেল’। আমরাই বিশ্বে প্রথম শত বছরের ‘ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০’ বাস্তবায়ন শুরু করেছি।

 আমাদের বর্তমান জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৮.১৩ শতাংশ, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। দেশে দারিদ্র্যের হার হ্রাস পেয়ে বর্তমানে ২১%। আমাদের মাথাপিছু আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,৯০৯ মার্কিন ডলারে, শিক্ষার
হার ৭৩.৯ শতাংশ। দেশের ৯৫ ভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছেন। মানুষের গড় আয়ু বেড়ে ৭২ বছর
হয়েছে। পদ্মাসেতু, মেট্রোরেল, বিআরটি, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েসহ সড়ক, রেল, নৌযোগাযোগক্ষেত্রে ব্যাপক অবকাঠামোগত উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

 জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও মাদক নির্মূলে আমাদের সরকার ‘জিরো টলারেন্স’ নীতিতে কাজ করে যাচ্ছে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে জাতির পিতার হত্যাকারীদের বিচার সম্পন্ন করেছি, যুদ্ধপরাধীদের বিচার কার্য পরিচালনা করছি, বিচারের রায় কার্যকর করা হচ্ছে। আমরা ভারতের সঙ্গে স্থলসীমানা সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান করেছি। মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমারও শান্তিপূর্ণ সমাধান করেছি। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফোরামে এবং বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের মাধ্যমে আমরা পৃথিবীর ৫৭তম দেশ হিসেবে স্যাটেলাইট প্রযুক্তির অভিজাত দেশের কাতারে যুক্ত হয়েছি। সংবিধান ও গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষার মাধ্যমে এই সব অর্জন সম্ভব হয়েছে।

 বাংলাদেশ এবং ইউনেস্কো আগামী বছর যৌথভাবে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করবে। আমরা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তোলার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে।

 স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর প্রাক্কালে দেশ, গণতন্ত্র ও সরকারবিরোধী সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশের এই উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য এ বিজয় দিবসে সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

জাহিদ/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/*আসমা/২০১৯/১০৩০ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৪৬

**মহান বিজয়** **দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

**ঢাকা, ৩০** অগ্রহায়ণ **(১৫** ডিসেম্বর**) :**

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ মহান বিজয় দিবসউপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “আজ ১৬ ডিসেম্বর, মহান বিজয় দিবস। বিজয়ের এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমি দেশবাসী ও প্রবাসে বসবাসরত সকল বাংলাদেশিকে জানাই বিজয় শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

 স্বাধীনতা বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন। এ অর্জনের পেছনে রয়েছে, শোষণ-বঞ্চনার পাশপাশি রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের ইতিহাস। ৫২-এর ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে স্বাধীনতার বীজ উপ্ত হয়েছিল দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রাম ও নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণার মাধ্যমে তা পূর্ণতা পায়। তাঁরই নেতৃত্বে ও দিকনির্দেশনায় দীর্ঘ ন’মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের এ দিনে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। আমি আজ শ্রদ্ধাবনতচিত্তে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। আমি গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী বীর শহিদদের, যাঁদের সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয় স্বাধীনতা। বিজয়ের এই দিনে আমি শ্রদ্ধা জানাই জাতীয় চার নেতা, বীর মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠনক-সমর্থক, বিদেশি বন্ধু, যুদ্ধাহত ও শহিদ পরিবারের সদস্যসহ সর্বস্তরের জনগণকে, যাঁরা আমাদের বিজয় অর্জনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবদান রেখেছেন। জাতি তাঁদের অবদান শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে।

 রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি অর্থনৈতিক মুক্তি ছিল আমাদের স্বাধীনতার লক্ষ্য। জাতির পিতা সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অর্থনীতি ও অবকাঠামো পুনর্গঠনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম শুরু করেছিলেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাসহ তাঁর পরিবারের আপনজনদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ফলে দেশে গণতন্ত্র ও উন্নয়নের অগ্রযাত্রা থমকে দাঁড়ায়। উত্থান ঘটে স্বৈরশাসন ও অগণতান্ত্রিক সরকারের। দেশে আজ মুক্তিযুদ্ধের পতাকাবাহী গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত। বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজকে পরিপূর্ণতা দানের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ‘ভিশন ২০২১’, ‘ভিশন ২০৪১’ এবং শতবর্ষ মেয়াদি
‘ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০’ গ্রহণ করেছেন। জাতিসংঘ ঘোষিত ‘টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট ২০৩০’ অর্জনসহ ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করা এসব মহাপরিকল্পনার উদ্দেশ্য। দেশের জনগণ ইতোমধ্যে সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার সুফল পেতে শুরু করেছে। ধারাবাহিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিসহ আর্থসামাজিক প্রতিটি সূচকে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার স্বীকৃতি পেয়েছে। নিজস্ব অর্থায়নে নির্মাণাধীন পদ্মা সেতু এখন দৃশ্যমান। বাস্তবায়িত হচ্ছে মেট্রোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের মতো মেগাপ্রকল্প। মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ আজ অভিজাত স্যাটেলাইট ক্লাবের গর্বিত সদস্য। উন্নয়নের এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকলে ২০৪১ সালের মধ্যেই বাংলাদেশ বিশ্বে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে, ইনশাআল্লাহ। তবে উন্নয়নকে এগিয়ে নিতে সকলের সহযোগিতা যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন জনগণের আচার-আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নকে টেকসই ও বেগবান করতে জনগণকে ইতিবাচক, আধুনিক ও বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উন্নয়ন যাত্রায় সামিল হতে হবে।

চলমান পাতা/২

-২-

 ‘সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারোর সাথে বৈরীতা নয়,’ জাতির পিতা ঘোষিত এ মূলমন্ত্রকে ধারণ করে দেশের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হচ্ছে। মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বিতাড়িত ও নির্যাতিত লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে মানবতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বাংলাদেশ এ সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে বিশ্বাসী। আমি এ সমস্যার স্থায়ী সমাধানে দ্রুত কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য মিয়ানমারসহ জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

 ২০২০ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও ২০২১ সালে আমাদের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হবে। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ এ দুটি অনুষ্ঠানই বাঙালি জাতির ইতিহাসে অনন্য মাইলফলক। দলমতনির্বিশেষে সকলের অংশগ্রহণ অনুষ্ঠান দুটির উদ্‌যাপনে নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে আমার বিশ্বাস। লাখো শহিদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে সম্মিলিত প্রচেষ্টার বিকল্প নেই। তাই আসুন মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য ও চেতনা বাস্তবায়নে নিজ নিজ অবস্থান থেকে আরো বেশি অবদান রাখি এবং দেশ ও জাতিকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নেই। সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত হোক, মহান বিজয় দিবসে-এ আমার প্রত্যাশা।

 খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

আজাদ/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/আসমা/২০১৯/১০৩০ ঘণ্টা

Handout Number : 4745

**Prime Minister’s message on the Great Victory Day**

Dhaka, 15 December :

 Prime Minister Sheikh Hasina has given the following message on the occasion of the Great Victory Day :

"Today, 16th December is the Great Victory Day. This is a unique day for the Bangali nation. Responding to the clarion call of the greatest Bangalee of all times the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the Bangalee nation earned ultimate victory on this day in 1971 after 23 years of intense political struggle and a 9-month bloody war against the Pakistani occupation forces. I extend my sincere greetings and warm felicitations to the country's people on the occasion of the 49th Victory Day.

I pay deep homage to the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. I recall with gratitude the four national leaders, three million martyrs, two hundred thousand dishonored women and the bravest sons of the soil-our freedom fighters, who earned our long-cherished freedom and independent Bangladesh.

Under the undaunted leadership of Bangabandhu, the Bangalee nation got prepared for independence through Language Movement of 1952, Education Movement of 1962, 6-Point Demand of 1966 and 11-point Movement and Mass Upsurge of 1969. The Awami League secured an absolute majority in the general elections of 1970. However, Pakistanis prevented Bangalee from assuming the power. Father of the Nation realized that the oppression, persecution and deprivation meted out to the Bangalee nation would not be ended without achieving the independence. Accordingly, on the historic 7th March of 1971, he in front of a million of people at the then Race Course Maidan firmly pronounced, 'The struggle this time is a struggle for emancipation, the struggle this time is a struggle for independence.' The country-wide non-cooperation movement had started at the directives of Bangabandhu and preparations for waging armed struggle also had begun as part of the Liberation War.

On the fateful night of 25th March of 1971, the Pakistani occupation forces launched a brutal onslaught and committed genocide on the innocent and unarmed Bangalees. Bangabandhu declared independence of Bangladesh at the early hours of the 26th March of 1971 resulting in the formal War of Independence. The first government of the People's Republic of Bangladesh was formed with Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman as President, Syed Nazrul Islam as Vice-President and Tajuddin Ahmed as Prime Minister which was sworn-in on the 17th April of 1971 at the historic Mujibnagar and led the Liberation War. The valiant freedom fighters earned the victory on the 16th December of 1971 by defeating Pakistani occupation forces and their local collaborators-rajakars, albadars and alshams. We achieved an independent-sovereign country. Holding the red-green flag high the victorious Bangalees are marching forward towards the progressive path.

 Contd/2

-2-

When the Father of the Nation Sheikh Mujib had fully engaged himself in the struggle to reconstructing the war-ravaged country, the anti-liberation forces in collusion with the war criminals assassinated him along with most of his family members on 15 August 1975. They had initiated the politics of killings, coup and conspiracy and obstructed the process to bring the killers of Bangabandhu to book through promulgating Indemnity Ordinance. They ruined the democracy by declaring Martial Law. They distorted the glorious history of our independence, debased its spirit. They defaced the constitution and suppressed the press freedom. Later, the BNP-Jamat alliance government had kept on doing so.

The Awami League, after a long 21 years of struggle and sacrifice, assumed the responsibility of running the government in 1996. Then again our party has been in government for last three consecutive terms since 2009 and relentlessly been working for uplift of the people. Bangladesh, one of the top five countries in the world in economic growth, is a 'Role Model' for development. We are the first in the world started implementing 'Delta Plan-2100'.

In the last fiscal, we achieved record 8.13 percent GDP growth. The poverty rate has now decreased to 21 percent. Our per capita income has risen to US$1,909 and literacy rate 73.9 percent. Country's 95 percent people are under electricity coverage. The average life expectancy of the people has jumped to 72 years. We are implementing a number of mega infrastructure development projects such as Padma Bridge, metro-rail, elevated express-ways, rail and waterways across the country.

Our government is working with adherence to the 'zero tolerance policy' against militancy, terrorism and drug menace. We have established the rule of law in the country and executed the verdict of the trial of the killers of the Father of the Nation and the trial of the war criminals. We have peacefully resolved the land boundary issue with India. Disputes with India and Myanmar on maritime boundary have also been resolved. Bangladesh's contribution to the various international forums for establishing global peace has been lauded. We have also joined the elite club of the satellite technology as the 57th nation of the world through launching Bangabandhu Satellite-1.

Bangladesh and UNESCO will jointly celebrate the birth centenary of Bangabandhu next year. We have been working to make Bangladesh a middle income country by 2021 and a developed-prosperous one by 2041. Bangladesh is moving ahead, it will keep on doing so.

On the eve of the golden jubilee of our independence, I would like to call upon all to play their due role from their respective positions to accelerate the development, uphold democratic polity and establish good governance frustrating all sorts of conspiracy against democracy and the government being imbued with the spirit of liberation war.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu

May Bangladesh Live Forever."

#

Emrul/Anasuya/Parikshit/Asma/2019/1030 hours

Handout Number : 4744

**President's message on the Great Victory Day**

Dhaka, 15 December :

 President Md. Abdul Hamid has given the following message on the occasion of the Great Victory Day :

 "Today is December 16, the Great Victory Day of Bangladesh. On the eve of the joyous victory day, I extend my sincere felicitations and warm greetings to my fellow countrymen living at home and abroad.

 Independence is the greatest achievement of the Bangali nation. But behind the victory there were a long history of deprivation and bloodshed movement and supreme sacrifice of our people. The seeds of independence that was sown in the language movement in 1952 came into being through the declaration of independence by Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman on 26 March in 1971 after overcoming various ups and downs and staging long movement and agitation against Pakistani rulers. The ultimate victory was achieved through a nine-month long war of liberation under his uncompromising leadership and guidance on 16 December in 1971. Today, I recall with profound respect the greatest Bangali of all time, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. I pay my deep homage to the valiant freedom fighters who made supreme sacrifice in the war of liberation for the cause of country's independence. I also extend my deep gratitude to the organisers and supporters, foreign friends and the people from all strata who directly and indirectly made meaningful contributions to our war of liberation. The nation recalls their contributions with utmost gratitude.

 The aims of our independence were to attain political sovereignty as well as economic emancipation. Keeping that in mind, Bangabandhu started his journey for achieving economic self-sufficiency by rebuilding economy and infrastructure of the war-ravaged country. But the progress of country's democracy and development came to a halt after the assassination of Father of the Nation and his near and dear ones on August 15, 1975. The emergence of autocracy and undemocratic government came into being. After passing a long time, the democratic government, bearing the flag of war of liberation, has now been established. With a view to materializing the unfinished tasks of Bangabandhu, the Prime Minister Sheikh Hasina has taken Vision 2021, Vision 2041 and hundred years long 'Bangladesh Delta Plan 2100'. The objectives of these plans are to attain the targets of the UN Sustainable Development Goals (SDGs) by 2030 and to turn Bangladesh into a developed and prosperous country by 2041 respectively. The people of the country, in the meantime, are getting benefits of the development programmes. With successive economic growth. Bangladesh is marching forward in every socio-economic indicator including education, health, women ernpowerment, per capita income etc. Bangladesh has got recognition the status of low-middle-income country and graduated from least developed country (LDC) to a developing country. The Padma Bridge, which is being constructed by our own resources, is now a reality. Mega projects like Metro Rail, Elevated Expressway are being implemented. Bangladesh is now a proud member of the elite satellite club through launching of Bangabandhu-1 Satellite into the space. With the pace of the continuing development, I am confident that Bangladesh will turn into a prosperous country by 2041, Insha Allah. To move forward the advancement, collective efforts from all strata and the change of people's behavior and outlook are must. People have to join the development process with positive mindset along with modern and scientific attitude making the desired development sustainable and speedy.

 Contd/2

-2-

 Our foreign policy is being exercised in accordance with the principle "Friendship to all, malice towards none" as adopted by Father of the Nation. Bangladesh has set a unique example of humanity in international arena by providing shelter to millions of forcefully displaced and tortured Rohingyas fled from Myanmar. Bangladesh believes in a peaceful solution to the problem. I urge the UN and the international community including Myanmar, to take immediate effective measures for the permanent settlement of this problem.

 The birth centenary celebration of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and the Golden Jubilee celebration of our independence, the two landmark and historic events of our history, will be observed throughout the country and outside Bangladesh in a befitting manner in 2020 and 2021 respectively. Observing the two magnificent celebrations by all strata irrespective of party affiliation, I believe, will add a new dimension in our history.

 There is no alternative to coordinated efforts to reach the benefits of independence, attained through the sacrifice of millions of martyrs, at people's doorstep. Let us make more contributions from our respective positions in implementing the spirit of war of liberation and take the nation towards a prosperous future. Let our country turn into 'Golden Bangla' as dreamt of by our Father of the Nation Sheikh Mujibur Rahman through our sincere efforts, it is my expectation on Victory Day.

 Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever."

#

Hasan/Anasuya/Parikshit/Asma/2019/1030 hours